দাওয়াত ও জিহাদ

মুমতায লাইব্রেরী

মাকতাবাতুল আশরাফ-এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান

দাওয়াত ও জিহাদ

শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা সলীমুল্লাহ খান ছাহেব
দামাত বারাকাতুহুম

[সভাপতি, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাতা ও শাইখুল হাদীস, জামিয়া ফারুকিয়া করাচী কর্তৃক রচিত "কাশফুল বারী শরহে বুখারী"-এর টিকায় মুদ্রিত, মাওলানা ইবনুল হাসান আব্বাসী কর্তৃক রচিত প্রবন্ধ 'দাওয়াত ও তাবলীগ আওর জিহাদ ও কিতাল মে হাম আহেঙ্গী' অবলম্বনে]

অনুবাদ
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
দাওরা ও ইফ্‌তা ঃ জামি'আ ফারুকিয়া, করাচী
উস্তাযুল হাদীস ঃ জামি'আ ইসলামিয়া, ঢাকা
খতীব ঃ রাজারদেউরী জামে মসজিদ, ঢাকা

মুমতায লাইব্রেরী
মাকতাবাতুল আশরাফ-এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

কৈফিয়ত

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। আমাদের নবাবগঞ্জ উপজেলায় প্রচলিত শিরক-বিদ'আত প্রতিরোধ করে সহীহ দ্বীনের প্রচার-প্রসার করার জন্য এলাকার দ্বীনদার শ্রেণী ও উলামায়ে কেরামের একটি পরামর্শ সভা আহ্বান করলেন, নবাবগঞ্জের দ্বীনী কর্মকাণ্ডের প্রাণপুরুষ মুফতী জাকের ছাহেব। আমি ঢাকা হতে একটু দেরীতে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পৌঁছলাম। ততক্ষণে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। আমাকে আলোচনাস্থলের পাশেই এমন একটি কামরায় বিশ্রাম করতে দেয়া হলো, যেখান থেকে সকল আলোচনা সুন্দরভাবে শোনা যাচ্ছিল। এ সময় নবাবগঞ্জেরই অতি আগ্রহী একজন আলোচককে (যিনি সম্ভবত দ্বীন সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ অথচ দাওয়াত তাবলীগের কাজে নিজ ধারণায় অতি ব্যস্ত) আলোচনার জন্য দেয়া হলো, তিনি আলোচনায় বললেন, "ইসলামে মারামারি-কাটাকাটি নাই, ইসলাম শান্তির ধর্ম, যারা জিহাদের কথা বলে তারা (মারাত্মক) ভুল করে। আমরা যখন ঢাকা কলেজে পড়তাম, তখন আমাদের একজন বন্ধু ছিলো যে শুধু বলতো 'কাতালা-ইউকাতেলু' এটা ঠিক নয়। মানুষের কাছে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে যেতে হবে।"

আমি তখন অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করলাম। শেষে যখন আমাকে আলোচনার জন্য ডাকা হলো, তখন আমি নিজের বক্তব্যের পূর্বে উপরোক্ত বক্তার কথার প্রতিবাদ এভাবে করলাম যে, "জিহাদ সর্বাবস্থায় ফরয (কখনো ফরযে কিফায়া, কখনো ফরযে আইন)। কেউ জিহাদের ফরযিয়্যাতকে অস্বীকার করলে সে কাফের হয়ে যাবে। বিবাহিত হলে এ ধরনের জঘন্য আকীদার কারণে তার বউ তালাক হয়ে যাবে। সুতরাং জিহাদের ব্যাপারে প্রলাপ বকার আগে খুব গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত।"

আমাদের সমাজের কিছু কিছু মানুষ এমনও আছেন যারা কোন বিশেষ রাজনৈতিক সংগঠনের সদস্য। তাদের মতে যারা তাদের সংগঠনের সাথে সম্পর্ক রাখেন না, অথচ দা'ওয়াত ও তাবলীগ বা অন্য কোন দ্বীনী কাজের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখেন - তারা আসলে

পরিপূর্ণ মুসলমান নন। আবার কেউ কেউ এমনও আছেন, তারা দা'ওয়াত ও তাবলীগের প্রচলিত একটি বিশেষ পন্থাকেই দ্বীনের সবকিছু মনে করেন। আসলে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গিই ভুল।

এ ধরণের বিকৃত ও খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি শুধু নবাবগঞ্জের ঐ অতিউৎসাহী আলোচকের একার নয়, এ রোগ মহামারী আকারে আমাদের সমাজের অনেক দ্বীনদারের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের বক্ষমান পুস্তিকা 'দাওয়াত ও জিহাদ' আশাকরি কিছুটা হলেও এ মহামারীর প্রতিষেধকের ভূমিকা পালন করবে ইনশাআল্লাহ্।

আল্লাহপাক আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করে নাজাতের উসীলা বানান। আমীন।

তারিখ :
১৫ রমযান ১০৪২৮ হিজরী
রাত ৩:২৫ মিনিট

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
১৩৬, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫

দা'ওয়াত ও জিহাদ

যেহেতু ইসলাম একটি পূর্নাঙ্গ দ্বীন ও শরীআত এবং তাতে রয়েছে একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, সেহেতু একজন মানুষের জীবনের যেমন বিভিন্ন স্তর ও দিক রয়েছে, তদ্রূপ ইসলামের বিধানেরও বিভিন্ন স্তর ও দিক আছে। ইসলামের বিধান যেমন ব্যক্তির জন্য আছে, তা সমষ্টির জন্যও আছে্ শরীয়ত তথা ইসলামী বিধানের যেমন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক ইত্যাদি দিক রয়েছে, তেমিন 'দাওয়াত ও জিহাদের' ক্ষেত্রেও এ সকল দিক আছে।

ইসলামের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় যে ইসলাম তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই এমন এমন ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করেছে যে, যাদের প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে ছিলেন অতুলণীয়। ইসলামী-শরীয়তের বিভিন্ন বিভাগের অন্যতম দুটি বিভাগ হলো, 'দা'ওয়াত' ও 'জিহাদ'। এ দুটি বিভাগ ইসলামের দুই বাহু তুল্য।

দা'ওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্য

'দা'ওয়াত' তথা তাবলীগের উদ্দেশ্য হলো, মানুষকে ইসলামের দিকে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পয়গামের দিকে আহ্বান করা। অজ্ঞদেরকে ইসলামের বাণী সম্পর্কে জানানো এবং বিজ্ঞদেরকে ইসলামের আহকাম মানানো অর্থাৎ, আমল করানো। যারা ইসলামের আহকাম মেনে চলে তাদেরকে আমলের ব্যাপারে উৎসাহিত করা এবং খারাপ ও অসুন্দর থেকে বিরত রেখে, সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের প্রতি আগ্রহী করে তোলা। এ সবই দা'ওয়াত ও তাবলীগের অন্তর্ভুক্ত এবং এটাই মুসলমানদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য। আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (سورة آل عمران- ١١٠)

অর্থাৎ "তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে।" (সূরা আলে ইমরান, ১১০)

উপরোক্ত আয়াতের কয়েকটি আয়াত পূর্বে আল্লাহপাক ইরাশদ করেন ঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (سورة آل عمران - ١٠٤)

অর্থাৎ "আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা সৎ কাজের প্রতি আহ্বান জানাবে, ভাল কাজের নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় কাজ থেকে বারণ করবে, আর তারাই হলো সফলকাম। (সূরা আলে ইমরান, ১০৪)

দা'ওয়াত ও তাবলীগ ফরযে কিফায়া

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক যুগে মুসলমানদের একটি জামাআত দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে লিপ্ত থাকা 'ফরযে কিফায়া'। যদি এ দায়িত্ব মুসলমানদের কোন 'জামা'আত' আ'দায় না করে, সকলেই ছেড়ে দেয়, তাহলে সকল মুসলমানই 'ফরযে কিফায়া' তরক করার গোনাহে গোনাহগার হবে। আর যদি কোন জামা'আত এ দায়িত্ব পালনে ব্রতী হয় এবং তাদের সংখ্যা শত্রুর মোকাবেলায় যথেষ্ট হয় তাহলে, সকলেই দায়মুক্ত হবে।

এ দায়িত্ব পালনের বাস্তব নমুনা কেবলমাত্র মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কী জীবনেই পাওয়া যায় এমন নয়, বরং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমগ্র জীবনই দা'ওয়াত ও তাবলীগের জীবন্ত আদর্শ। কখনও তিনি 'সাফা' পর্বতের শীর্ষে দাঁড়িয়ে কুরাইশদেরকে দা'ওয়াত দিয়ে আল্লাহপাকের হুকুম فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ الخ অর্থাৎ "হে মুহাম্মাদ! যা আপনাকে হুকুম দেয়া হয়, তা প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন।" পালন করেন, কখনও তিনি 'তায়েফের' সরদারদের নিকট গিয়ে তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করেন, আবার কখনও তিনি ব্যাকুল হয়ে এই সত্য দ্বীনের দা'ওয়াত নিয়ে মক্কায় আগত সকল গোত্রপতিদের নিকট 'মিনায়' ছুটে যান, কখনও তিনি পারস্য ও রোম সম্রাটের নিকট দাওয়াতী পত্র দিয়ে দূত প্রেরণ করেন, আবার কখনও ক্বারী মুবাল্লিগদের জামা'আত প্রেরণ করেন। যেন তারা নতুন মুসলমানদেরকে পবিত্র কুরআন এবং ইসলামী বিধান শিক্ষা দিতে পারেন এবং অমুসলিম কাফেরদেরকে দ্বীনে হক্বের দা'ওয়াত পৌঁছে দিতে পারেন।

পরিশেষে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্বের ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন, " هَلْ بَلَّغْتُ অর্থাৎ, আমি কি আল্লাহপাকের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি ?" উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম সমস্বরে বলে উঠলেন, " نَعَمْ জ্বী হ্যাঁ"।

দা'ওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব উম্মতের উপর

যেহেতু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাতামুল আম্বীয়া - সর্বশেষ নবী, তাঁর পরে ক্বিয়ামত পর্যন্ত নতুন কোন নবী আসবেন না। সেহেতু দা'ওয়াত ও তাবলীগের এ মহান দায়িত্ব তাঁর উম্মতের উপর অর্পিত হয়েছে। যেমন তিনি বলেছেন "بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً" অর্থাৎ, আমার প্রতিটি কথাই অন্যের নিকট পৌঁছে দাও।" মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর তাঁর সকল সাহাবায়ে কেরামই এই পবিত্র পয়গাম দুনিয়ার কোনায় কোনায় পৌঁছে দেয়ার জন্য বের হয়ে পড়েছিলেন। আরবের উত্তপ্ত মরুভূমি হোক, কিংবা আফ্রিকার গভীর অরণ্য, মধ্য এশিয়ার দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল হোক, কিংবা ইউরোপের প্রমত্ত্ব সাগর, চীন হোক কিংবা ভারত, সর্বত্রই তাদের দা'ওয়াতী কাফেলার পদচারণা হয়েছে। মোট কথা তারা সুখ-দুঃখ, মানুষের কঠোরতা-নম্রতা, আবহাওয়ার বৈরীতা ও আনুকুল্য, সর্বাবস্থায় আল্লাহ বান্দাদেরকে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়ার কাজে নিয়োজিত থেকে নিজেদের জান-মাল সব কিছু কুরবান করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের এই পবিত্র কাফেলার উম্মতের প্রতি অপরিসীম মহব্বত ও আন্তরিক সহমর্মিতার ফলশ্রুতিতেই আজ আমরা অবিকৃত অবস্থায় রাব্বুল আলামীনের পবিত্র দ্বীন-ইসলাম লাভ করতে পেরেছি।

পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে দা'ওয়াতের এই মহান কাজ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়। ওয়ায়েযীন ও বক্তাগণ ওয়ায ও বক্তৃতার মাধ্যমে, মুফাসসিরীন ও মুহাদ্দিসীন দরসে কুরআন ও দরসে হাদীসের মাধ্যমে, লেখক ও অনুবাদকগণ লেখা ও অনুবাদের মাধ্যমে দা'ওয়াতের এই মহান কাজ অব্যাহত রেখেছেন।

আর এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, বক্তৃতা হোক বা ওয়ায, দরসে কুরআন হোক বা দরসে হাদীস, রচনা বা সংকলন হোক কিংবা তাসাওউফের মাধ্যমে মানুষের আত্মশুদ্ধির মহান কাজই হোক না কেন, এ সকল কাজই দা'ওয়াত ও

তাবলীগের শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু দা'ওয়াতের সেই বিশেষ পদ্ধতি যা সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম, বিশেষ করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কী জীবনের প্রতিবিম্ব, যার মধ্যে শুধু দ্বীনী ইলম ও আহকাম সম্পর্কে আগ্রহীদেরকেই নয় বরং বে-তলব অনাগ্রহীদের দ্বারে দ্বারেও দা'ওয়াত নিয়ে যাওয়া হতো, তা পরিত্যক্ত হয়েছিলো। মাওলানা সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী রহ. আম্বিয়ায়ে কিরামের উসূলে দা'ওয়াত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন-

> "মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শ হতে দা'ওয়াত ও তাবলীগের যে মৌলনীতি বা উসূল বুঝে আসে তাহলো, তিনি কিংবা তাঁর কোন দাঈ, এজন্য অপেক্ষা করতেন না যে, লোকেরা তাঁদের খেদমতে হাজির হবে, বরং তাঁরা নিজেরাই লোকদের খেদমতে হাজির হয়ে হক্বের দা'ওয়াত দিতেন। কোন কোন সময় মানুষের বাড়ীতেও পৌঁছে যেতেন এবং দ্বীনের দা'ওয়াত দিতেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা নগরী হতে তায়েফ গমন করে, সেখানের এক সর্দারের বাড়ীতে গিয়ে দা'ওয়াত ও তাবলীগের এই ফরীযাহ আদায় করেছেন। হজ্বের সময় এক এক গোত্রের নিকট গিয়ে হক্বের দা'ওয়াত দিতেন এবং তাদের উল্টো সিধে কথা শুনতেন, সহ্য করতেন, কিন্তু এতে তিনি কখনো বিচলিত হননি। পরিশেষে এই প্রচেষ্টার মাধ্যমেই ইয়াছরিবের (মদীনার) ঐ ভাগ্যবান লোকদেরকে তিনি পেয়ে গেলেন, যাদের মাধ্যমে ঈমান ও ইসলামের এই মহা সম্পদ মক্কা হতে মদীনায় স্থানান্তরিত হলো।"
> (ভূমিকা, মাওলানা ইলিয়াস রহ. আওর উনকি দ্বীনী দা'ওয়াত, পৃ. ২৫)

দা'ওয়াতের এই বিশেষ পদ্ধতি যার মধ্যে সমস্ত উম্মতের কল্যাণ চিন্তা করা হয়, দীর্ঘদিন যাবত হয়তো শেষ হয়ে গিয়েছিলো, নয়তো যতটুকু গুরুত্বের দরকার ততটুকু গুরুত্ব ও ব্যাপকতার সাথে বিদ্যমান ছিলো না। অথচ উম্মতে মুসলিমার জন্য এর খুবই প্রয়োজন ছিলো এবং উম্মত এর অপেক্ষায়ও ছিলো। আল্লাহপাক হযরত মাওলানা

ইলিয়াস রহ. এর উপর কোটি কোটি রহমত নাযিল করুন এবং নূর দিয়ে তাঁর কবরকে ভরে দিন, তাঁকে আল্লাহপাক এই কাজ ব্যাপকভাবে পূণর্জীবিত করার তাওফীক দিয়েছেন। যার ফলশ্রুতিতে আজ দ্বীনপাগল একদল মুবাল্লিগ, নিজ অর্থ, সময় ও শ্রম ব্যয় করে, ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও এশিয়াসহ সমগ্র দুনিয়ার কোনায় কোনায়, আল্লাহপাকের পবিত্র দ্বীনের দা'ওয়াত নিয়ে সফর করছেন। আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার তাওফীক দিন। আমীন।

আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ

ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি শাখা হলো, 'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।' জিহাদ শব্দটি যদিও ব্যাপক অর্থবোধক যে, দ্বীনের জন্য যে কোন প্রচেষ্টাই চালানো হবে তাকে জিহাদ হিসেবে অভিহিত করা যাবে। **কিন্তু শরয়ী পরিভাষায় জিহাদ শব্দটি কেবলমাত্র আল্লাহর রাস্তায় সশস্ত্র জিহাদের অর্থেই ব্যবহৃত হয়।** শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদের সংজ্ঞা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

بذل المجهود فی قتال الکفار مباشرة او معاونة بالمال او بالرأی او بتکثیر السواد او غیر ذالك ثم غلب فی الاسلام علی قتال الکفار قال ابن الهمام هو دعوتهم الی الدین الحق وقتالهم ان لم یقبلوا (مرقاة شرح مشکوة ٧ـ ٢٦٤)

অর্থাৎ, জিহাদ বলা হয়, 'কাফের সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করা, অথবা যারা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে তাদের সাহায্য করা। চাই এ সাহায্য অর্থ-সম্পদ দ্বারা হোক, বা সমর্থন করে হোক অথবা পরামর্শ দিয়ে হোক, কিংবা মুজাহিদদের সংখ্যা বাড়ানোর মাধ্যমে হোক, এগুলো ছাড়া অন্য যে কোনভাবে হোক। মোট কথা মুজাহিদদের সাথে সহযোগিতা করা জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ইসলামের পরিভাষায় কাফের সম্প্রদায়ের সাথে ক্বিতাল (সশস্ত্র জিহাদ)কে সাধারণত জিহাদ বলা হয়ে থাকে। আল্লামা ইবনে হুমাম রহ. জিহাদের সংজ্ঞা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, মানুষকে সত্য দ্বীনের দা'ওয়াত দেয়া এবং দা'ওয়াত কবুল না করলে তাদের সাথে ক্বিতাল (সশস্ত্র যুদ্ধ) করাকে জিহাদ বলা হয়।" (মিরকাত : ৭ঃ২৬৪)

জিহাদ কাকে বলে

জিহাদ শব্দটি যেহেতু ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হয়, সেহেতু জিহাদ কয়েকভাবে বিভক্ত হয়েছে, 'কলমের জিহাদ', 'যবানের জিহাদ' ও 'সশস্ত্র জিহাদ'। এরূপভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক গাযওয়া (জিহাদ) থেকে প্রত্যাবর্তন কালে নফসের বিরুদ্ধাচরণকে 'জিহাদে আকবার' বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু **এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, জিহাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহৎ শাখা হল, সশস্ত্র জিহাদ। আর কুরআন ও হাদীসে 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' বলে ইহাই বুঝানো হয়।** যেমন আল্লাহপাক ইরশাদ করেন ঃ

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ (انفال - ٣٩)

অর্থাৎ "তোমরা তাদের (কাফেরদের) সাথে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না ফিতনা (শিরক) শেষ হয়ে যায় এবং আল্লাহর দ্বীন সামগ্রীকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।" (সূরা আনফাল, আয়াত ঃ ৩৯)

সূরা বাকারায় আল্লাহপাক ইরশাদ করেন ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (البقرة - ٢١٦)

অর্থাৎ "তোমাদের উপর যুদ্ধ (সশস্ত্র জিহাদ) ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটি বিষয় পছন্দনীয় নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তো কোন একটি বিষয় তোমাদের নিকট পছন্দনীয়, অথচ তা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। বস্তুতঃ আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।

(সূরা বাকারাহ, আয়াত ঃ ২১৬)

জিহাদ ফরয

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা জিহাদের ফরযিয়্যাত (জিহাদ ফরয হওয়া) প্রমাণিত হয়। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন,

ফিক্হের কিতাবসমূহে বর্ণিত শর্তাবলী পাওয়া গেলে, জিহাদ ফরয হয়ে যায়। আর ফরয দুই প্রকার, ফরযে আঈন এবং

> ফরযে কিফায়াহ। সুতরাং যখন কাফের সম্প্রদায় মুসলিম রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ করে, তখন জিহাদ ফরযে আঈন হয়ে যায়, অন্যথায় ফরযে কিফায়াহ থাকে।

অর্থাৎ, জিহাদ ফরয হওয়া হিসেবে দুই প্রকার, ইকদামী বা আক্রমণাত্মক জিহাদ এবং দেফায়ী বা প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ। দেফায়ী জিহাদ (যখন কাফির সম্প্রদায় আক্রমণ করে) ফরযে আঈন। আর ইকদামী জিহাদ অর্থাৎ কাফের রাষ্ট্রের উপর মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে (আগে) আক্রমণ করা - ফরযে কিফায়াহ। উম্মতে মুসলিমাহর পক্ষ থেকে এমন একটি মুজাহিদ বাহিনী থাকা আবশ্যক যারা সমগ্র উম্মতের পক্ষ থেকে এ ফারীয়াহ আদায়ে লিপ্ত থাকবে, অন্যথায় সকল মুসলমানই ফরয তরক করার গোনাহে গোনাহ্গার হবে।

মহানবীর স. জীবনে জিহাদ

জিহাদ ফরয হওয়ার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের অধিকাংশ সময় জিহাদের ব্যস্ততায় কেটেছে। হিজরতের পর মাত্র দশ বৎসর সময়ের মধ্যে তিনি ২৬ অথবা ২৭টি জিহাদে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। আর সারিয়্যাহ তথা যে সকল অভিযানে কেবলমাত্র সাহাবায়ে কেরামকে পাঠানো হয়েছে, এমন জিহাদের সংখ্যা ৩৫টি।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের ওফাতের পর সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) জিহাদের এই পবিত্র ঝাণ্ডা নিয়ে পৃথিবীর দিগ-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েন। উষ্ণতা প্রধান এলাকার বাসিন্দা এ সকল মুজাহিদ, প্রচণ্ড হাড় কাঁপানো শীতের রাতে এবং প্রতিকূল আবহাওয়াসম্পন্ন প্রবল ঝড়ের দিনে, আল্লাহপাকের পবিত্র কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য এবং সত্য ধর্ম ইসলামকে অপরাপর সকল ধর্মের উপর গালিব করার মানসে, নিজ জীবনের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত বিলিয়ে দিয়ে যেরূপভাবে ত্যাগ ও কুরবানীর বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তার নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। সোনালী যুগের এ সকল মুখলিস মুজাহিদের বীরত্বগাঁথাই আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে। এসকল মুজাহিদের সামনে পৃথিবীর বিস্তৃতি সংকীর্ণ হয়ে এসেছিলো। রোম ও পারস্যের অজেয় শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো।

অন্ধকার হোক কিংবা আলো, হাওয়া হোক কিংবা পানি, শত্রুর আধিক্য হোক কিংবা শক্তির প্রাচুর্য, দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমি হোক কিংবা অথৈ দরিয়া, ঘন অরণ্য হোক কিংবা অজেয় পর্বতমালা, কোন কিছুই এ সকল মরনজয়ী মুজাহিদদের অগ্রগতির পথে বাধা হিসেবে টিকেনি। শাহাদাতের নেশায় পাগলপারা, জিহাদের জযবায় উদ্দীপ্ত এ সকল মুজাহিদদের মুখে একই শ্লোগান, অন্তরে একই শপথ, সকলের একটিই মাত্র উদ্দেশ্য, আর তাহলো 'আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করা।'

দা'ওয়াত-জিহাদেরই অংশ

অমুসলিমদেরকে এ সকল মুজাহিদ ইসলামের দা'ওয়াত সাধারণত এভাবে দিতেন যে, মুজাহিদ বাহিনী শহর অবরোধ করে, কাফের সম্প্রদায়কে বলতেন, 'যদি ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যাও, তাহলে তোমরা আমাদের ভাই বলে গণ্য হবে, মুসলমানদের সকল অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা তোমরা পূর্ণরূপে ভোগ করবে, এতে তারা রাজী না হলে, জিযিয়া দেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করা হতো, যদি এতেও তারা অস্বীকৃতি জানাতো, তাহলে জিহাদ করে তলোয়ারের মাধ্যমেই ফায়সালা করা হতো। এ পদ্ধতিতে দা'ওয়াত ও জিহাদের এ কাফেলা অল্প সময়ের মধ্যেই রোম ও পারস্যের রাজপ্রসাদে ইসলামের সুমহান পতাকা উত্তোলন করতে সক্ষম হয়।

জিহাদের উজ্জ্বল ইতিহাস

যদিও পবিত্র জিহাদের উজ্জ্বল ইতিহাস দেড় হাজার বছর জুড়ে বিস্তৃত, কিন্তু তা সত্ত্বেও 'বলকান' যুদ্ধের পর মুসলিম বিশ্বে জিহাদী জয্‌বা কিছুটা হলেও ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিলো। অসংখ্য ধন্যবাদ ও শোকরিয়া আফগান মুজাহিদদের প্রতি, যারা একান্ত সহায় সম্বলহীন অবস্থায় একমাত্র আল্লাহপাকের উপর ভরসা করে জিহাদের এই পবিত্র ঝাণ্ডাকে বুলন্দ করেছেন এবং মুসলমানদেরকে জিল্লতের জীবন ত্যাগ করে, ইজ্জতের জীবন অবলম্বন করার পথ প্রদর্শন করেছেন। আফগান মুজাহিদদের এই অপূর্ব কুরবানীর ফলেই সমাজতন্ত্রের তীর্থভূমি সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়েছে, কাশ্মীরের মুসলমান স্বাধীনতা লাভের জন্য জেগে উঠেছে, বার্মা, চেচনিয়া,

বসনিয়া, ফিলিস্তীন, ফিলিপাইন ও ইরাক ও পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকাসহ সমগ্র বিশ্বের নির্যাতিত, নিপীড়িত মজলুম মুসলমান মরণপন জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছেন। মোট কথা, আফগান মুজাহিদদের অপূর্ব মনোবল ও জিহাদী জয্‌বা, সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের মাঝে নতুনভাবে জিহাদী জয্‌বা জাগিয়ে তুলেছে।

দা'ওয়াত ও জিহাদের পারস্পারিক সম্পর্ক

দা'ওয়াত ও জিহাদ একই সুত্রে গাঁথা দ্বীনের দু'টি শাখা। জিহাদ হোক কিংবা দা'ওয়াত, একটি ব্যতীত অপরটি অসম্পূর্ণ। জিহাদ হলো, বিশ্বদেহের মারাত্মক দুষিত পদার্থকে কেঁটে ছুড়ে ফেলার মাধ্যমে, আত্মিক শান্তি অর্জন ও ফিতনা ফাসাদমুক্ত শান্তিময় পৃথিবী গড়ে তোলার খোদায়ী আহ্বান। আর দা'ওয়াত ও তাবলীগ হলো, আল্লাহর বান্দাদেরকে নেক ও সৎ পথে পরিচালিত করে, অসৎ কাজ থেকে বিরত রেখে, সমাজ সংস্কারের সবচেয়ে সহজ ও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি।

জিহাদ যেমন মুসলমানদেরকে জিল্লতী-অপদস্ততা ও পরাধীনতার শৃংখল মুক্ত করে কাফের সম্প্রদায়ের উপর শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম করার মাধ্যম এবং আল্লাহর মনোনিত ধর্মের বিদ্রোহী উশৃংখলদের শায়েস্তা করার জন্য খোদায়ী দণ্ড। তদ্রূপভাবে দা'ওয়াত ও তাবলীগ মুসলমানদেরকে তাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করে, ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশের লক্ষ্যহীন জীবন থেকে বের করে আনার এবং পথভ্রষ্টদেরকে সঠিক পথের দিশা প্রদানের খোদায়ী পয়গাম। জিহাদ যেমন কাফের সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ও ক্ষমতার অবসান ঘটিয়ে, আল্লাহর মনোনিত দ্বীনে হক্বের সার্বিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যম, তদ্রূপ দা'ওয়াত মাধ্যম হলো, ঈমানের নূরে কুফুরীর অন্ধকার দূরিভূত করে, মানুষের অন্তরে ইসলামের বিজয় ও হুকুমত প্রতিষ্ঠা করার।

যেরূপভাবে জিহাদের উদ্দেশ্য যদি اعلاء كلمة الله [আল্লাহর কালিমা (দ্বীন) কে বুলন্দ করা] না হয়, তাহলে তা নরহত্যা ও ফাসাদেরই নামান্তর। তদ্রূপ দা'ওয়াতও যদি ইসলাম প্রচারের নিয়তে না হয় তাহলে তা আত্মপ্রদর্শন ও আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ নয়। মোট কথা দা'ওয়াত ও জিহাদ একটি অপরটির পরিপূরক। কেননা যদি জিহাদ না করে সকল মুসলমান কেবল দা'ওয়াতের কাজে লিপ্ত হয়ে যায়,

তাহলে, কাফের সম্প্রদায়ের বর্বরতা ও অত্যাচারের হাত দ্বীনের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, ইসলামী দা'ওয়াত ও তাবলীগের পথকে রুদ্ধ করে দিবে। আর যদি সকল মুসলমানই দা'ওয়াতের কাজ ছেড়ে জিহাদে ব্যাপৃত হয়, তাহলেও বিপদ। ইসলামের ইতিহাসে এরূপ অনেক ঘটনা আছে যে, দা'ওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ ফরীযাহ ছেড়ে দেওয়ার ফলে মুসলমানদেরকে অনেক বিপদের সম্মুক্ষীণ হতে হয়েছে। যেমন তাতারীদের ফিতনা ও ধ্বংসযজ্ঞের মূল কারণও এই ছিলো যে, মুসলমানগণ দা'ওয়াতকে ত্যাগ করেছিলো। সুতরাং সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. তাতারী ফিতনার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

> "খাওয়ারেযম শাহী সুলতানদের থেকে এ সময় ঐ ভুলই প্রকাশ পেল, যা স্পেনের ক্ষমতাসীন আরব শাসকগণ থেকে প্রকাশ পেয়েছিল। আর এ ভুলের খেসারতও অবশ্যই দিতে হলো। অর্থাৎ, তারা তাদের সকল শক্তি রাজ্যবিস্তার, ক্ষমতার মসনদ পাকাপোক্তকরণ, এবং বিরোধীতার মোকাবেলায় ব্যয় করল। অথচ তাদের সীমান্তবর্তী সুবিশাল আবাদীর (জনবসতীর) মানুষদেরকে আল্লাহপাকের সর্বশেষ বাণী পৌঁছানোর কোন চিন্তাই তাদের ছিলো না। দ্বীনী জযবার কথা বাদ দিলেও রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার চাহিদাও এই-ই ছিল যে, তারা তাদের সীমান্তবর্তী এই সুবিশাল জনগোষ্ঠিকে নিজেদের সমর্থক ধর্মাবলম্বী বানিয়ে নিবে, যাতে এই বিপদের সম্ভাবনাই চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে যায়। যার সম্মুক্ষীণ তাদের হতে হয়েছিলো। (তারিখে দা'ওয়াত ও আযীমাত, ১ঃ৩১২ পৃষ্ঠা)

দা'ওয়াতের সুফল

প্রকৃতপক্ষে মুসলমান রাষ্ট্রনায়কগণ যদি দ্বীনী দা'ওয়াতের এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ত্যাগ না করে, আল্লাহপাকের উপর ভরসা করে ইখলাসের সাথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

তরীকায় নিজ প্রতিবেশীদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দিতো, তাহলে তাতারী ফিতনার মাধ্যমে ইসলামের এই বিপর্যয় হয়তো বা সংগঠিত হতো না। যদিও বাহ্যিকভাবে এই বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে খাওয়ারেযম শাহ কর্তৃক 'কারাকারম' থেকে আগত বনিক সম্প্রদায় ও চেঙ্গিস খানের দূত হত্যাকে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু প্রকৃত কারণ ইসলামের দা'ওয়াত ত্যাগ করাই ছিলো। কেননা পরবর্তীতে যখন তাতারীদের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছলো, তখন এক বছরের সল্প সময়ের মধ্যেই সমগ্র তাতার জাতী ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করলো। মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রহ. এ সম্পর্কে লিখেছেন যে,

> সমগ্র মুসলিম জাহান ঐ ফিতনার সয়লাবে ভেসে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো। (যেরূপ তৎকালীন বিচক্ষণ ও ইসলাম দরদী ঐতিহাসিকগণ আশংকা প্রকাশ করেছিলেন।) ইতোমধ্যেই তাতারীদের মাঝে ইসলাম প্রচার শুরু হয়ে গেল।
>
> যে কাজ মুসলমান বাদশাহগণ ও মুসলমানদের তরবারী করতে পারেনি তা মুখলিস মুসলমান দাঈ এবং আল্লাহর খাঁটি বান্দাগণ আঞ্জাম দিয়েছেন।
>
> (তারিখে দা'ওয়াত ও আযীমাত ১ঃ৩১২)

অতঃপর ঐ বর্বর জাতী যারা মুসলিম ঐতিহ্য ও সভ্যতাকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছিলো তারাই পরবর্তীতে ইসলামের খাঁটি মুজাহিদরূপে আত্মপ্রকাশ করলো এবং তাদের মধ্যে বড় বড় মুসলিম সিপাহসালার ও আলেম জন্ম নিলো।

বর্তমানে দা'ওয়াত ও জিহাদ উভয়ই প্রয়োজন

আজ যখন আলমে ইসলাম ইতিহাসের সবচেয়ে মারাত্মক সময় অতিবাহিত করছে। কাফের সম্প্রদায় নিজেদের সকল শক্তি ও সম্পদ মুসলমানদেরকে শেষ করার জন্য ব্যয় করতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। প্রতিটি প্রভাতেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদী-নাসারা ও ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্রের নয়া ষড়যন্ত্র নিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। ফিলিস্তীন, বার্মা, কাশ্মীর, চেচনিয়া, ফিলিপাইন, বসনিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান ও

পাকিস্তানের মুসলমানদের উপর ইতিহাসের বর্বরতম অমানবিক অত্যাচার নির্যাতন চালানো হচ্ছে, বিশ্ব মোড়লগণ এ সকল মুসলমানের আত্মরক্ষার অধিকারটুকু পর্যন্ত ছিনিয়ে নিয়েছে। স্পেনের সেই পবিত্র জমিন, যেখানে দীর্ঘ আটশত বৎসর পর্যন্ত ইসলামের সুমহান পতাকা উড্ডীন ছিলো, সেখানে আজ মুসলমানদের নাম নিশানাও অবশিষ্ট নেই। এই স্পেনের বিশ্ব বিখ্যাত কর্ডোভা জামে মসজিদ যেখানে সুদীর্ঘ চারশত বৎসর পর্যন্ত পবিত্র আযান ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে, আজ তা বিশ্বের পর্যটকদের চিত্তবিনোদনের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের অবস্থা পূর্বের সকল সময়ের চেয়ে ভয়াবহতর।

এ অবস্থায় এ বিতর্কের অবকাশ কোথায় যে, জিহাদ ফরয, নাকি ফরয না? জিহাদের প্রয়োজন আছে, নাকি শেষ হয়ে গেছে?। এ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে নষ্ট করার মতো সময় আমাদের আছে কোথায়। কিংবা দা'ওয়াত বা জিহাদ যে কোন একটির সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার পর অন্যটির গুরুত্ব ও প্রয়োজন শেষ হয়ে যাওয়ার পক্ষে দলীল পেশ করার জন্য সকল প্রচেষ্টা ব্যয় করারই বা অবকাশ কোথায়?

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি ও সময়ের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো প্রতিটি মুসলমান মাত্রই দা'ওয়াত ও জিহাদ উভয় ক্ষেত্রে (সম্ভব না হলে যে কোন একটিতে) ঝাপিয়ে পড়ে নিজের সকল শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করে দ্বীন ইসলামকে সমগ্র দুনিয়ার বুকে বিজয়ী করা। কারণ আলমে ইসলামের আজ জিহাদ ও দা'ওয়াতের যতটুকু প্রয়োজন, সম্ভবতঃ পূর্বে কখনও তেমনটি ছিলো না। আল্লাহপাক আমাদেরকে সময়ের দাবী পুরণের তাওফীক দিন আমীন।

সমাপ্ত

দাওয়াত ও জিহাদ

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

প্রকাশক
আবু উসামা
মুমতায লাইব্রেরী
[মাকতাবাতুল আশরাফ-এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান]
ইসলামী টাওয়ার, ৬ষ্ঠ তলা
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১১-১৪১৭৬৪

প্রকাশকাল
রমযান ১৪২৮ হিজরী
সেপ্টেম্বর ২০০৮ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায
গ্রাফিক্স ঃ সাইদুর রহমান

মুদ্রণে ঃ মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স
[মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান]
৩/২ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

একমাত্র পরিবেশক

মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

মুল্য ঃ ত্রিশ টাকা মাত্র